04 MAR 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... 4 কলাম 3... ...

দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শিক্ষা ও শিক্ষক : তিক্ত হলেও সত্য

গত ৬ই ফাল্গুন দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত উপরোক্ত শিরোনামে জনাব মুহম্মদ গরীব উল্লাহর লিখিত পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। মহান পেশায় নিয়োজিত এবং 'মানুষ গড়ার কারিগর' ও জাতির গুরু নামে পরিচিত শিক্ষকদের মধ্যে ইদানিং কিরূপ ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি গড়ে উঠছে আমি তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব।

আমার মেয়ে রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইসলামী ইতিহাস বিষয়ে এম, এ শেষ পর্বের ছাত্রী। সে কিছু বই-পত্র কিনে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে বসে পড়ে, নোট টুকে এবং পূর্ববর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে পুরান নোট সংগ্রহ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু গত অক্টোবরে সে আমাকে জানালো যে, তাদের দু'জন শিক্ষক তাদের জন্য নোট করে দেবেন এবং এজন্য আনুসংগিক খরচ বাবদ (তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর) প্রত্যেককে মাথাপিছু চারশ' টাকা জমা দিতে হবে। আমি তাকে ঐ নোট নেয়ার পরিবর্তে পড়াশুনা করে বুঝে-শুনে নিজে নোট তৈরী করার উপদেশ দেই। কিন্তু ইতিমধ্যে নাকি যারা নোটের টাকা জমা দিয়েছে এবং যারা দেয়নি রোল-নম্বরসহ তাদের নামের পৃথক পৃথক দু'টি তালিকা তৈরী হয়ে যায়। এদিকে আমার মেয়ে টিউটোরিয়ালে ক্রমশ: কম নম্বর পেতে থাকে এবং চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষান্তে অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার হুমকি প্রাপ্ত হয়। অত:পর পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় একটি চার্ট দেখে তাকে সুস্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয় যে, যেহেতু টিউটোরিয়াল ও ভাইভায় তাঁদের হাতে একশ' নম্বর সংরক্ষিত আছে সেহেতু নোট না নিয়ে তার পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা আর না করার অর্থ একই হবে।

লক্ষ্য করলাম নোট কিনতে না পারার অপরাধে সে অসহায় বোধ করছে এবং মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অগত্যা ঐ নির্দিষ্ট নজরানার বিনিময়ে সাইক্লোষ্টাইল করা এক সেট নোট ক্রয় করা হল। (যদিও তখন 'সেট ফুরিয়ে গেছে' বলে পূর্বের চেয়ে বেশী অংক দাবী করা হয়েছিল)।

যাক তবুতো ভাল পাসের এক রকম গ্যারান্টি লাভ করা গেল। কিন্তু ইতিহাস বিশেষজ্ঞ না হয়েও একজন অভিভাবক এবং এককালে স্নাতক পর্যায়ের ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে স্বভাবতঃই নোটগুলোর ওপর একটু চোখ বুলাবার কৌতুহল বোধ করলাম। কয়েক পাতা উল্টাতেই দেখি অসংখ্য বানান ভুল, ভাষারীতির জগাখিচুড়ি, ভাষাগত অসংগতি, তথ্যের অসংলগ্নতা প্রভৃতি। আরো মজার ব্যাপার এই যে, কতকগুলো নোট পূর্বের ছাত্রদের নিকট থেকে সংগৃহীত নোটের সাথে হুবহু মিলে যায়। তবে সেগুলোও অশুদ্ধ বানানে ভারাক্রান্ত।

এখন আমার প্রশ্ন হল : এই

(৬-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪-এর পাতার পর)

কি উচ্চ শিক্ষা? এই কি শিক্ষকতা? মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষক নামধারী ব্যবসা[illegible] জন্য সমাজে এখনও বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক নিবেদিত শিক্ষকের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে থাকবে?

হাফিজুর রহমান ১২, নাখালপাড়া, ঢাকা।